নিউ থিয়েটার্সের
নিবেদন
Released
30-8-1945
THE NEW THEATRES LIMITED
SMS STUDIO
দুই পুরুষ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

দুই-পুরুষ

ভূমিকায়ঃ

ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, দেবকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নরেশ বোস, অশোক সরকার, আদিত্য ঘোষ (এঃ), পুর মল্লিক, হরিমোহন বোস, সাধন সেন, অর্জ্জুন ঘোষ।

●

চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, লতিকা, রেখা,
শুক্তিধারা, অমিতা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, লুণা।

●

বি. এ. এফ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কর্ম্মীসঙ্ঘঃ

পরিচালনা ও সম্পাদনা
সুবোধ মিত্র

কাহিনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিত্রনাট্য—বিনয় চট্টোপাধ্যায়।
সুরশিল্পী—পঙ্কজ মল্লিক।
চিত্রশিল্পী—ইউসুফ মুলজী, সুধীন মজুমদার।
শব্দযন্ত্রী— লোকেন বসু।
শিল্প-নির্দ্দেশক—সৌরেন সেন।
চিত্র-পরিস্ফুটক—পঞ্চানন নন্দন।
গীতকার—শৈলেন রায়।
কর্ম্মসচিব— জগদীশ চক্রবর্ত্তী
দৃশ্য সংগঠক—পুলিন ঘোষ।
ব্যবস্থাপক—জলু বড়াল।

সহকারিগণ

পরিচালনায়—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়।
অনন্ত গোস্বামী
চিত্রশিল্পে—মনু ব্যানার্জ্জি, কমল বোস, শৈলজা চাটার্জ্জি, অমূল্য বোস, সনৎ মুখার্জ্জি।
শব্দযন্ত্রে—সুশীল সরকার।
সুরশিল্পে—বীরেন বল, তারক দে।
সম্পাদনায়—চারু ঘোষ।
রূপসজ্জায়—মদন পাঠক।
দৃশ্য-সংগঠনে—মোহিনী মুখোপাধ্যায়।
ব্যবস্থাপনায়—খগেন হালদার, অনাথ মৈত্র, বীরেন দাস, ধীরেন দাস।

দুই-পুরুষ

প্রেম ও আদর্শ—এই দুই-এর মধ্যে কোন্‌টা ত্যাগ করে কোন্‌টা গ্রহণ করবেন, জীবনের প্রথম পর্য্যায়েই নুটুবিহারী এই সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন।

নুটু ভালবেসেছিলেন কল্যাণীকে, আর ভালবেসেছিলেন তাঁর দেশকে। কিন্তু, একদিন এই দেশের প্রতি অনুরাগই, তাঁর কল্যাণীকে পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। যারা দেশের কাজ করে, কল্যাণীর বাবা তাদের সম্বন্ধে মনে মনে ঘৃণা পোষণ ক'রতেন। এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ফলে নুটুর জেল হয়। কারাবাসের পর বাইরে এসে নুটু শুন্‌লেন কল্যাণীর বিয়ে কোন এক বড়লোকের সঙ্গে হয়ে গেছে। দেশ সেবাকেই জীবনের একমাত্র আদর্শ বলে বরণ করে নিয়ে নুটু এগিয়ে চল্‌লেন ভবিষ্যতের দিকে।

আট বছর কেটে গেল। সম্প্রতি নুটু সংসারী হয়েছেন। তা ছাড়া, নিজের গ্রামের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে এক পাঠশালা খুলেছেন। সেখানে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন—সর্ব্ব-অবস্থার মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

অবিশ্যি, যাকে শান্তির সংসার বলে, সে সংসার নুটুর হ'লনা। প্রথমতঃ, সংসারে এল অভাব। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী বিমলা, কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর পূর্ব্ব-রাগের কথা জান্‌তে পারলেন। ফলে নুটুর প্রতি তাঁর ব্যবহারের মধ্যে নিত্যই একটা সন্দেহাতুর মনের পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। কিন্তু স্বামীর প্রেম সম্বন্ধে বিমলার সংশয় যত গভীরই হোক্ না কেন, এর জন্যে তাঁকে সংসারের কর্ত্তব্য পালনে কখন কোন কারণে পরাঙ্মুখ হ'তে দেখা যায়নি। তাই যে-দিন কল্যাণী বিধবা হওয়ার পর নুটুর কাছে এসে দাঁড়াল আশ্রয়ের জন্যে, সেদিন নানাকথা ভেবে নুটু ইতস্ততঃ করেছিলেন বটে, কিন্তু বিমলা তাকে হাসিমুখে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

গ্রামের জমিদারের সঙ্গে নুটুর কোনদিন সদ্ভাব ছিল না। যাকে অত্যাচারী

বলে—জমিদার ছিলেন তাই। তার জন্যে হুটুর কাছ থেকে, তাঁকে অনেকবার

তীব্র প্রতিবাদ শুন্‌তে হয়েছে।

সম্প্রতি হুটুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল, চাষী মহাভারতকে নিয়ে। হুটু আইনজ্ঞ ছিলেন। আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কর্‌লেন। বাদী, মহাভারত—উকিল, হুটু নিজে।

মামলায় হুটুর জয় হ'ল। এর পর থেকেই সুরু হল, আদালতের মধ্যে দিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে হুটুর সংগ্রাম।

এই নিয়ে সারা দেশ হুটুকে চিন্‌তে পার্‌ল। তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত হোলনা। কিন্তু হঠাৎ যশ ও অর্থের অধিকারী হ'য়ে হুটু ভুলে গেলেন—তাঁর আদর্শ।

ফলে, তাঁর জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘট্‌ল, তারই পরিণতির রূপ দিয়েছে 'এই দুই-পুরুষ' চিত্র।

---

(১)

হে বিজয়ী বীর, ফিরে এসো এসো ফিরে।
মোর মন-পথে এস মন-রথে
মোর হৃদয় জয়ের তীরে ॥
মোর অনুরাগ রাগে এসো,
যেথা মন-বসন্ত জাগে,
যেথা মোর হিয়া ফুল হয়ে ফোটে,
নব কিংশুক শাখে।
তব ললাটে আঁকিব শশী-চন্দনে
জয়ের তিলকটীরে ॥
সংশয় ভরা রাতে, ওগো নিবিড় আঁধার এলে,
আমি আশার সূর্য্যালোকে, নিজেরে দিব হে জ্বেলে,
তব বন্ধুর পথে বন্ধুর মত পাতিব এ হিয়াটিরে ॥
তব কর্ম্মে জাগিব, তব মর্ম্ম রাঙাবো
তব কণ্ঠে দিব হে বাণী
তোমার আলোকে জ্বালিব আমার
আশার প্রদীপখানি।
আমি হৃদয় রতনে গাঁথিব
তব বিজয় মাল্যটিরে ॥ —(কল্যাণীর গান)

(২)

ওরে আমার গান কোথায় যাবি বল
কোন ভুবনে, মেলবি ও তোর সুরের শতদল।
যেথা একটী মনের পদ্মরাগে
একটী শুধু ভ্রমর জাগে
একটী পাখীর সুর জাগাতে একটী প্রভাত হয় উজল।
ওরে আমার গান সেই ভুবনে চল
সেইখানে যে মেলতে হ'বে সুরের শতদল॥
যেথা একটী আলোর সঙ্গিনী হায়
একটী কাজল ছায়া ;
একটু চোখের জল মেশানো
একটু হাসির মায়া।
বার মাসই ফাগুন যেথায়
কাঁটার বুকে ফুল দিয়ে যায় ;
যেথা বিচ্ছেদে আর মিলন সুধায় হৃদয় টলমল।
ওরে আমার গান সেই ভুবনে চল
সেইখানে যে মেলতে হবে সুরের শতদল॥
—(মমতার গান)

(৩)

তোমার ঐ সুরের হাওয়া
আমার গানে সুর দিল যে।
ও যেন রঙের আগুন, খুসীর ফাগুন
সবখানে ও ঠাঁই নিল যে॥
কোন ফাগুনের কুহু ওযে
কোন বরষার বিহ্বল কেকা
চাঁপার নেশায় নীপের ভাষায়
অশ্রুহাসির করুণ অরুণ লেখা।
জানি ছয়টী ঋতুর ছয় রাগে হায়
এই সুরেরই রঙ ছিল যে॥

ও যে নীল আকাশের বাণী
ওযে আলোর জাগরণী
নীল সিন্ধুর কল্লোলে মেশা
হংস কলধ্বনি
তোমার সুরের সুরধনি।
রবির আলো ও যে রাঙায়
জাগায় চাঁদের উজল হাসি
লীলা মেঘের সন্ধ্যা সোণা
পয়াল বনের আকুল ব্যাকুল বাঁশী
মরি যে গান দোলায় বিশ্বভুবন
সেই রাগিণীর আনন্দ যে॥ —(মমতার গান)

(৪)

ভুলে যেও মোরে যেও ভুলে।
যদি কোনদিন ছায়া ফেলি
তব আলোকের কুলে॥
মোরে বন্ধন যদি মনে হয়
এই শৃঙ্খল তবে কর ক্ষয়
তব যাত্রার এলে শুভক্ষণ
কেন কণ্টক তব পথে রয়
ছিঁড়ে ফেলো মোর মিলনের ডোর
ধুলাতে মিশায়ে মোর ফুলে॥
মোর লাগি প্রিয় কোরো না'কো তুমি ভয়
নিজেরে দহিয়া চিরদিন তৃণ
গাহে অনলের জয়।
যদি সমুদ্র হবে পার গো
কেন তীরে বসে ভাবা আর গো
তব চঞ্চল তরী বাঁধিব না
খুলি কণ্ঠের মণি হার গো।
দূরে থাকে রবি, তবু তার ছবি
শিশিরের বুকে ওঠে দুলে॥ —(মমতার গান)

নিউ থিয়েটাসের
আগামী আকর্ষণ

পরিত্রাণ

পরিচালক—ভোলানাথ মিত্র

মহাপ্রস্থানের পথে

পরিচালক—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

স্পর্শমণি

পরিচালক—সুধীন মজুমদার

প্রযোজনায়—হেমচন্দ্র চন্দ্র

সম্পাদক—শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।